কলকাতার উন্নয়নের অগ্রগতি, প্রগতি ও সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করুন

কলকাতা পৌরসভা নির্বাচন ২০১৫

তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার

আমাদের লক্ষ্য

- আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য Green and Clean Kolkata
- Commoner's friendly পৌরসভা
- করের বোঝা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের উন্নয়নের সোপান
- উন্নয়ন, প্রগতি, শান্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতা— আমাদের পথ

২০১৫ কলকাতা পৌরসভা ভোটে ভোটারদের প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদন

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

সর্বপ্রথমে আগামী বাংলা শুভ নববর্ষের (১৪২২) আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন আগামী ১৮ এপ্রিল, শনিবার ২০১৫ সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে। এই নির্বাচনে আপনাদের কাছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৪৪টি ওয়ার্ডে আমাদের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আবেদন জানাই। সকাল সকাল বুথে গিয়ে নিজের ভোট নিজে দিন।

প্রায় ২০০ বর্গ কিমি ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ও ৪৫ লক্ষ জনসংখ্যার কল্লোলিনী আমাদের এই মহানগরী। হুগলি নদীর পূর্ব দিকে বেড়ে ওঠা কলকাতা একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কারণে পূর্ব ভারতের প্রধানতম বন্দরনগরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ১৯১১ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। বাংলায় তীব্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে ব্রিটিশ সরকার তার প্রশাসনিক রাজধানী স্থানান্তরিত করলেও কলকাতার গৌরব একটুও ম্লান করা যায়নি। এখনও গোটা বিশ্ব কলকাতাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলেই চিহ্নিত করে আসছে।

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছিল এই শহরেই। শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করাই যায়। এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন এই শহরেরই নাগরিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই বার বার মনে পড়ে,

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।"

একপেশে এক শাসনব্যবস্থা বিগত ৩৪ বছর ধরে কলকাতাতেও নামিয়ে এনেছিল এক গভীর তমিস্রা। নেতিবাচক রাজনীতির প্রভাবে স্তব্ধ হয়েছিল বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা, রুদ্ধ হয়েছিল উন্নয়নের সমস্ত সড়ক।

পশ্চিম বাংলায় ৩৪ বছরের রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসকে পরাস্ত করে ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটে পরিবর্তনের পর সক্রিয় নাগরিকের ভূমিকায় এসেছেন রাজ্যের মা-মাটি-মানুষ আন্দোলনের কর্মীরা। তাঁরা সফল হয়েছেন। জনগণের আন্দোলনের পাশে তাঁরা সরব হয়েছেন। বিরোধীরা এ কারণে ভীত, হতাশ। মানুষকে দলদাসে পরিণত করার জন্য তাঁদের সব প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে।

২০১০ সালে কলকাতা পুরসভার ক্ষমতায় মানুষ এনেছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট শাসনের বিরুদ্ধে একটানা আন্দোলন এবং পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাজকর্মে খুশি হয়ে ভোটাররা কলকাতার সব আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়েছিল। ২০১৪ সালে বাংলা থেকে দিল্লিতে সাংসদ পাঠিয়েছে রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়ী করে।

রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের জনস্বার্থবাহী কাজের সুফল সবে ফলতে শুরু করেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের কাজ জোরকদমে চলছে। এ সবই হতে পারছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে।

শত বাধা অতিক্রম করা যায় শুধুমাত্র সদিচ্ছা দিয়ে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পৌরসভার প্রতিটি অলিতে গলিতে কাজের জোয়ারে। আর এ জন্য কোনও বিশেষজ্ঞ ভাড়া করে আনার দরকার পড়ে না। এলাকার মানুষ প্রতিদিনই তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে জানছেন এই সত্য, এই তথ্য।

কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই এই নির্বাচনকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য ডাক দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষ আন্দোলনের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ, জাতি ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের বহমান ধারাকে সচল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার এবং নাগরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির অন্যতম দায়িত্ব পৌরসভার। কলকাতা পৌরসভা সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

২০১১ সালের ২০ মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল পর্যন্ত অশান্ত, বিপর্যস্ত রাজ্যকে করেছেন উন্নয়নমুখী। সিপিএমের শাসনকালে কলকাতায় যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার থেকে মুক্ত করেছেন সমস্ত মানুষকে।

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে কলকাতা পৌরসভাও উন্নয়নের কাজ করে চলেছে

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে কলকাতা পৌরসভাও উন্নয়নের কাজ করে চলেছে জোরকদমে। বিগত ৫ বছরে কলকাতা পৌরসভার উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভাগুলির অপদার্থতা, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি কলকাতার পৌর পরিষেবাকে করেছিল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, উন্নয়ন হয়েছিল স্তব্ধ।

সেই পরিস্থিতিতে মানুষের বিপুল আশীর্বাদে পরিবর্তনের প্রথম ধাপে কলকাতা পৌরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস পৌরসভা গঠন করে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক্‌নির্দেশে শুরু হয় উন্নয়নের নতুন যাত্রা। একনজরে বিগত ৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পৌরসভার উন্নয়নমুখী কার্যকলাপের একটি বিবরণ—

স্বাস্থ্য বিমা

দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী কলকাতার সমস্ত মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়। উক্ত প্রকল্প সারা দেশেই প্রথম এবং পথিকৃৎ। এই প্রকল্প প্রমাণ করে কলকাতায় বসবাসকারী গরিব মানুষদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাই এই পৌরসভার কাছে প্রাথমিক দায়িত্ব। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৩-২০১৪ বর্ষে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯১২টি পরিবার (প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ) স্বাস্থ্য বিমা কার্ড পায়। জাতীয় পরিবার সুরক্ষা যোজনায় ৩,৩৯৯ সংখ্যক পরিবার ২০১৩-২০১৪ বর্ষে সাহায্য পান। বর্তমানে এই সাহায্যের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা।

বিধবা ভাতা

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৩,০২০, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপকের সংখ্যা ৩৫৭ জন এবং জাতীয় বার্ধক্য ভাতা পান ২৭,৩১৭ জন।

রোজগার ও প্রশিক্ষণ

স্বর্ণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনার অন্তর্গত প্রকল্পে ২০১০ থেকে প্রায় ৪০,০০০ মানুষকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক। নতুন নতুন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন কম্পিউটার ট্রেনিং, ড্রাইভিং ট্রেনিং, টিভি রিপিয়ারিং ট্রেনিং, বিউটিশিয়ান কোর্স প্রভৃতি। প্রশিক্ষণের পর প্রায় ৮,০০০ শিক্ষার্থীর হাতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়েছে। গৃহহীনদের জন্য এই প্রথম রাত্রিকালীন আবাস তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায় দুঃস্থ মানুষদের জন্য এই প্রথম উৎসবে (ঈদ ও দুর্গাপুজোয়) বস্ত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে প্রায় ১,০০০ গরিব মানুষ অর্থাৎ কলকাতায় মোট প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ এর সুবিধা পেয়েছেন।

সংখ্যালঘু উন্নয়নে কলকাতা পৌরসভা এখন ১ নম্বরে

কলকাতা, দিল্লি-মুম্বাই-এর মতো সারা দেশে পৌরসভা শহর আছে ১৯৩টি।

সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন এবং তাঁদের পাশে থাকার ব্যাপারে আলোচনা হলে কলকাতার বর্তমান পৌরসভাকে ১ নম্বরে রাখতে হবে।

কলকাতায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু মানুষদের উন্নয়নের জন্য এক ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক উন্নয়নের কাজ হয়েছে। ২৩টি উর্দু মাধ্যমের বিদ্যালয়, ২৬টি ওয়ার্ড হেল্‌থ ইউনিট, ৫৫টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। ৮৬টি গভীর নলকূপ তৈরি করা হয়েছে। ৩৩টি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভার আমলে প্রকাশিত ভুলে ভরা বিপিএল তালিকায় কলকাতার প্রকৃত গরিব মানুষের নাম না থাকায় জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে এই পৌরসভা প্রতিশ্রুতিমত সেই ভুলে ভরা বিপিএল তালিকাকে সংশোধন করে এবং ধারাবাহিক সংশোধন প্রক্রিয়া চালু করে। ফলত গরিব মানুষদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে।

স্বর্ণজয়ন্তী শহুরে রোজগার যোজনার অন্তর্গত প্রকল্পে ২০১০ থেকে প্রায় ৪০,০০০ মানুষকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক।

দীর্ঘদিন অবহেলিত পৌরসভার অন্তর্গত সকল সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টান কবরস্থানগুলির প্রভূত সংস্কার ও উন্নতিসাধন করা হয়েছে।

পানীয় জলের যোগান পাঁচ বছরে বেড়েছে

২০০০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা কলকাতার পানীয় জল সমস্যার সমাধানে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট শাসিত পৌরসভার সার্বিক ব্যর্থতায় কলকাতায় পানীয় জলের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। এই সমস্যার সমাধানে বর্তমান পৌরসভা প্রথমেই কর্মদক্ষতা ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে চলেছে একের পর এক যুগান্তকারী প্রকল্প। পলতা থেকে টালা পর্যন্ত ৬৪ ইঞ্চি ব্যাসের জলের মেইন লাইন সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিতে পাতার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলত টালায় অনেক বেশি পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। তার মাধ্যমে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় জলের যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি দুটি নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন— প্রথমটি, কনভেন্ট পার্ক, ৫৫নং ওয়ার্ডে এবং দ্বিতীয়টি, চাউলপট্টি রোড, ৩৩নং ওয়ার্ডে তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে মধ্য কলকাতা ও বেলেঘাটা অঞ্চলের পানীয় জলের সংকট মোচন হবে।

জলপ্রকল্প

অপরদিকে ধাপায় 'জয় হিন্দ' জল প্রকল্পের কিছুদিন পূর্বেই উদ্বোধন হয়েছে। এই প্রকল্পের সকল কাজই বর্তমান পৌরসভার সময় সম্পূর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পের অধীনে বাগবাজার মায়ের ঘাটে গঙ্গার জল উত্তোলনে দীর্ঘদিন রেল দপ্তরের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময় বিশেষ নির্দেশবলে সেই অনুমতি পাওয়া যায়। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব কলকাতার প্রায় সব অঞ্চলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত ১) জি জে খান রোড, ৬৬ নং ওয়ার্ডে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, ২) আনন্দপুর ১০৮নং ওয়ার্ডে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, ৩) ১০৭নং ওয়ার্ডে ৪টি ওভারহেড রিসার্ভার, ৪) ১০৯নং ওয়ার্ডে মুকুন্দপুর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, ৫) ১১০নং ওয়ার্ডে পাটুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও ওভারহেড রিসার্ভার, ৬) ১০৬ নং ওয়ার্ডে লালগেট ওভারহেড রিসার্ভার, ৭) ১০১নং ওয়ার্ডে ফুলবাগান ওভারহেড রিসার্ভার, ৮) ৯২নং ওয়ার্ডে তেলিপাড়া বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। ফলে পূর্ব কলকাতা এবং দক্ষিণে যাদবপুরের প্রতিটি অঞ্চলে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

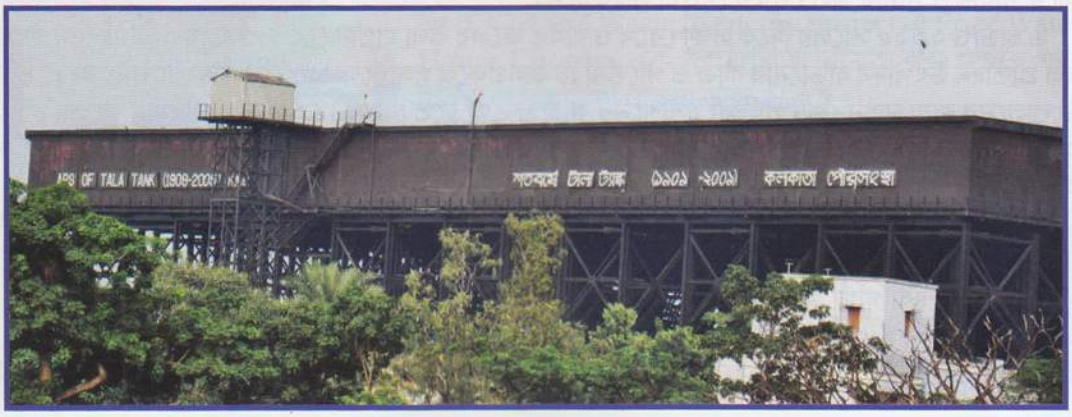

২০২৫ সালে কতটা জল লাগবে তা ভেবে পরিকল্পনা করেছে কলকাতা পৌরসভা

দক্ষিণ কলকাতার পানীয় জল মূলত গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। ১৯৭৩-এ সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে এই প্রকল্প তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে এখানে জলের উৎপাদন, জলশোধন ও ধারণ বৃদ্ধির কোনও চেষ্টা করা হয়নি। ২০০০-২০০৫ সময়ের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভার আমলে গার্ডেনরিচের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সাথে সাথে কসবা, যাদবপুর, কালীঘাট, রানিকুঠি, গড়ফা প্রভৃতি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরির মাধ্যমে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। বন্ধ করা হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে গভীর নলকূপ। **গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প ছিল রাজ্য সরকারের অধীনে। বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে পৌরসভার হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। মা-মাটি-মানুষের সরকার হবার পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প পৌরসভার হাতে তুলে দেওয়া হয়।** পৌরসভার পরিচালনায় জলপ্রকল্পটির আমূল সংস্কার করা হয়। ফলত বর্তমানে জলপ্রকল্পটি ১০০ শতাংশ ক্ষমতায় কাজ করছে এবং কোনও সময়ই উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে না।

নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন

প্রতিদিন অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। ফলে চেতলায় তৈরি নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে চেতলা ও কালীঘাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা গেছে। বেহালার সিরিটি দাসপাড়া বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে এই অতিরিক্ত জলের কিয়দংশ পৌঁছে দেওয়া গেছে। ফলত বিস্তীর্ণ বেহালাবাসী মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছেছে। এরই সাথে চলছে গার্ডেনরিচে ৫০ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রতিদিন উৎপাদনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ। এল অ্যান্ড টি-র মত বিখ্যাত সংস্থা এই কাজ করছে। আমাদের বিশ্বাস আগামী গ্রীষ্মেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। সাথে সাথে চলছে ১২৯ নং ওয়ার্ডের সেনপল্লী, ১১৩ নং ওয়ার্ডে প্রফুল্ল পার্ক, ৯৬ নং ওয়ার্ডে রিজেন্ট এস্টেট-এর বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের কাজ। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রীষ্মে দক্ষিণ কলকাতার সব মানুষের কাছে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

এ ছাড়াও ২০২৫ সালের দিকে লক্ষ্য রেখে ও বর্ধিত জলের কথা মাথায় রেখে পলতায় ২০ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রতিদিন উৎপাদন বাড়ানোর কাজ ও গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পে গঙ্গাবক্ষে ১৫০ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রতিদিন উত্তোলনের জন্য নতুন জেট পাম্পিং স্টেশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কেবলমাত্র বর্তমান জলের চাহিদা মেটানো নয় ভবিষ্যতে বর্ধিত জলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কলকাতা পৌরসভার এই কাজ যুগান্তকারী কাজ হিসাবে গণ্য হবে। আগামী কর্মসূচি হিসেবে—

১) লায়লকা রোড সন্নিহিত অঞ্চলে ওয়ার্ড ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯ ও ১০০-র চাহিদা মাথায় রেখে নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ।

২) পলতায় ইন্দিরা গান্ধী জল প্রকল্পের ১.৮ কিমি গঙ্গাতীর রক্ষণ।

৩) শতাব্দী প্রাচীন ৯.০ এম জি ক্ষমতাসম্পন্ন টালা ট্যাঙ্কের নবীকরণ।

৪) KEIP প্রকল্পাধীন গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে তারাতলা পর্যন্ত ৭২ ইঞ্চি ব্যাসে মাইক্রো টানেলিং স্থাপন।

কঠিন বর্জ্য দ্রুত সরিয়ে কলকাতাকে ভ্যাটমুক্ত করা হচ্ছে

২০১০ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা যখন গঠিত হয়, তখন পৌরসভার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কলকাতা শহরের জঞ্জাল। সর্বত্র উপচে পরা জঞ্জাল, খোলা ভ্যাট, ভ্যাটের জঞ্জালে পশুর অবাধ বিচরণ, লরিতে উন্মুক্ত জঞ্জাল পরিবহণ ছিল কলকাতার নিত্যদিনের ছবি। এই পরিস্থিতিতে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পৌরসভা প্রথমেই কলকাতাকে ভ্যাটমুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করে। কলকাতায় আজ প্রায় ৪৯টি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কমপ্যাক্টর স্টেশন কাজ করছে। এই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কমপ্যাক্টর স্টেশনগুলি প্রযুক্তিতে ও গঠনে সারা দেশে সমাদৃত হয়েছে। কলকাতাই এর পথিকৃৎ।

এ ছাড়া ৩৩টি ভ্রাম্যমান কমপ্যাক্টর কলকাতার রাস্তায় কাজ করছে। কলকাতার ব্যাপক অংশ আজ ভ্যাট মুক্ত হয়েছে। **বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত জেএনএনইউআরএম প্রকল্প কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল না করলে কলকাতায় প্রায় আরও ৫৫টি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কমপ্যাক্টর স্টেশন তৈরি হতে পারত।**

২০১০-এর আগে কলকাতায় কেবলমাত্র সকালে একবার জঞ্জাল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকারের শহুরে রোজগার যোজনার মাধ্যমে দুপুরবেলাতেও কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য প্রায় ৮ হাজার কর্মী কাজ করে চলেছেন। এমনকি কলকাতার বাণিজ্যিক অঞ্চলে সন্ধ্যাবেলাতে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ চলছে। **প্রায় সারাদিন সাফাইয়ের কাজ চলায়, পূর্বে জঞ্জালনগরী নামে খ্যাত কলকাতা বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিণত হয়েছে।**

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিয়মিত কলকাতা শহরে ব্যস্ত রাস্তাগুলি সকালে জল দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। মেকানিক্যাল সুইপার চালিয়ে রাস্তার কার্ভ চ্যানেল পরিষ্কার করা হচ্ছে। সাথে সাথে পুরোনো দু-চাকার হাতগাড়ির ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটিয়ে তিন চাকার গাড়ি এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারিচালিত গাড়ির মাধ্যমে জঞ্জাল সংগ্রহ করা হচ্ছে যা আগামী দিনে সমগ্র কলকাতায় বিস্তৃত হবে। বর্তমানে আচ্ছাদিত লরি কমপ্যাক্টের মাধ্যমে ধাপায় জঞ্জাল পরিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু ধাপা অঞ্চল আন্তর্জাতিক জলাভূমি হিসাবে স্বীকৃত সেই কারণে এই অঞ্চলে কোনও রকম উন্নয়ন ও নির্মাণ নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাজারহাটে কলকাতা পুরসভাকে ২০ একর জমি ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কলকাতার এই বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য Waste to energy project-এ Price Water House Coopers -কে পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

এ ছাড়াও দপ্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজকর্মের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী প্রকল্প (১) ধাপায় বায়ো রিমেডিয়েশান প্রকল্প বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় CBIPM নামে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। (২) ১৩৭টি ওয়ার্ডে (বাকি ৭টিতে ইতিমধ্যে কার্যকরী) পুণর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য যেমন কাগজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি Bio-Degradable বর্জ্য থেকে পৃথকীকরণ করার ব্যবস্থা। (৩) ওপেন ভ্যাট ব্যবস্থা ন্যূনতম করে প্রত্যক্ষ বর্জ্য সংগ্রহে গুরুত্ব আরোপ।

নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতিকরণ

কলকাতা পৌরসভার নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালী বিভাগের উদ্যোগে প্রায় ২৬ কিমি ভূগর্ভস্থ পুরোনো ব্রিক সুয়ারগুলির জন্য পিআরপি লাইনার বসানো হয়েছে। পূর্ণরূপে পলি নিষ্কাশন করার ফলে নিষ্কাশন ক্ষমতা ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ফলস্বরূপ বোরো ১ (আংশিক) বোরো ২ থেকে বোরো ৮ এবং বোরো ৯ আংশিক অঞ্চলে বর্ষার জমা জল পূর্বের তুলনায় দ্রুত নিষ্কাশিত হয়েছে।

নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালী বিভাগের উদ্যোগে ওয়ার্ড ১০৫ থেকে ১০৭ এবং ওয়ার্ড ১১২ থেকে ১১৫, ওয়ার্ড ১১৮, ১২৩, ১২৬ এবং ১৩০-এর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৯.১ কিমি দৈর্ঘ্যের কাঁচা নর্দমাকে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত করা হয়েছে।

KEIP-র সহযোগিতায় শহরের নিকাশি ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসভার সংযোজিত এলাকা বোরো ১১ থেকে মোট ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন আরসিসি ২৫১ কিমি, ইউপিভিসি ২২৮ কিমি বসানো হয়েছে। ফলত যাদবপুর এলাকা, ফুলবাগান, বাঘাযতীন কলোনি, বিবেকনগর, অজন্তা রোড এবং বেহালা অঞ্চলের রাজা রামমোহন রায় রোড সংলগ্ন গলিগুলি, পি বি রায় রোড ও সংলগ্ন গলিগুলি, সত্যেন রায় রোড, এস এন রায় রোড, ভাসা পাড়া, চণ্ডীতলা, পর্ণশ্রী রোড, সনৎ চ্যাটার্জি রোড, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, কালিমাতা কলোনি, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, নেতাজি সুভাষ রোড, ফকির রোড, রামকৃষ্ণ সরণী, ট্রেনচিং গ্রাউণ্ড, গোয়ালপাড়া রোড, রবীন্দ্র পল্লী, সুকান্ত সরণী, মায়া রোড, বীরেন রায় রোড ও গার্ডেনরিচ এলাকার পাহাড়পুর মেইন রোড, এস এ ফারুকি রোড, গান্ধী ময়দান, গার্ডেনরিচ রোড, ফতেপুর প্রথম ও দ্বিতীয় লেন, রামদাসটি রোড ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

বোরো-১ এলাকার ১ থেকে ৬নং ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ এলাকায় আরসিসি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন ৩৮ কিমি এবং ইউপিভিসি ২৬ কিমি বসানোর ফলে ঐ অঞ্চলের হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কালীচরণ শেঠ লেন, কালীচরণ ঘোষ রোড, উমাকান্ত সেন লেন, নীলমণি দে লেন, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, রানি ব্রাঞ্চ রোড ইত্যাদি এলাকার মানুষ প্রভূত উপকৃত হয়েছেন।

খাল সংস্কারের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শহরের চারপাশের Canal Network-এর উপর নির্ভরশীল। এই সব খালগুলি স্বাধীনতা উত্তরকালে সামগ্রিকভাবে সংস্কার হয়নি।

বর্তমান পৌরসভা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সেই খালগুলিকে সংস্কার করার ব্যবস্থা করায় এবং পলিমুক্ত করায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল বর্ষণেও জমা জলের বিপত্তি থেকে কলকাতা মহানগরীর নগরবাসী আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। খুব অল্প সময়ের মধ্যে জল নিষ্কাশিত হয়ে যায়। যে সকল খাল সংস্কার করা হয়েছে সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল—

১. টি পি খাল, ইন্টার সেপ্টিং চ্যানেল, লিড চ্যানেল, AA1, BB1, CC1, EE1, A5, A6 -এর ১৬ কিমি পর্যন্ত খালের পলিমুক্ত করে খালগুলির নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং লাইনিং করা হয়েছে ৬৬৫ মিটার।

২. মনিখালি খালের মনিখালি, পর্ণশ্রী, বাগোর চ্যানেল, CPT খাল এলাকায় ১.৫ কিমি পলি তোলা হয় এবং ৩৯০ মিটার লাইনিং করা হয়।

৩. কেওড়া পুকুর খাল, কেওড়া পুকুর চ্যানেল এবং কেওড়া পুকুর শাখা খালের ১.১ কিমি পলিমুক্ত করা হয়, ৭৯৭ মিটার লাইনিং করা হয় এবং ৯৫১ মিটার ইউ-থ্রু করা হয়।

৪. চড়িয়াল খাল, চড়িয়াল খালের বর্ধিত অংশ এবং সুতি খালের ২৬.৮ কিমি অংশ থেকে পলি উত্তোলন করা হয় এবং ২১১ মিটার লাইনিং করা হয়।

এই পৌরসভা কলকাতায় বর্ষার জমা জল সরানোর জন্য ব্যবহৃত পাম্পিং স্টেশনগুলির প্রভূত সংস্কার ও উন্নতিসাধন করে বর্ষার জমা জলের দুর্ভোগ থেকে নগরবাসীকে আজ সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পেরেছে।

● বোরো-১ এলাকায় চারটি নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে সেগুলি হল— আর কে ঘোষ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, বীর পাড়া ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, দত্তবাগান ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, কাশীপুর ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন। এ ছাড়া উক্ত বোরো-১ এর যে চারটি পুরোনো পাম্পিং স্টেশন ছিল সেগুলির সংস্কার করা হয়েছে।

● বোরো-৮ অঞ্চলে চারটি নতুন পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়। সেগুলি হল— তপসিয়া ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, EE-১খালের ওপর আম্বেদকর ব্রিজ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, পাগলাডাঙা ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, কুলিয়া ট্যাংরা ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন এবং ঐ অঞ্চলের একটি পুরোনো পাম্পিং স্টেশন চিংড়িঘাটা সংস্কার করে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

● বোরো-১১ এলাকায় ছয়টি পুরোনো পাম্পিং স্টেশনের সংস্কার করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

● বোরো-১২ অঞ্চলে ছয়টি নতুন ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন প্রতিস্থাপন করা হয়। সেগুলি হল— বাঘা যতীন রেল স্টেশনের নিকট পি.এস-১ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, সন্তোষপুর জোড়া ব্রীজ এর নিকট পি.এস-২ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, কসবা রাজডাঙ্গার নিকট পি.এস-৩ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, নোনাডাঙ্গাতে পি.এস-৪ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, নীলাচল হাউসিং কমপ্লেক্স ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন।

● বোরো-১৩ অঞ্চলে ক্যানাল রোডে একটি নতুন পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও এই এলাকার পুরোনো তিনটি পাম্পিং স্টেশন-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

● বোরো-১৪ অঞ্চলে দুটি নতুন পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়। যেমন— সিপিটি ক্যানেল ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, বেহালা ফ্লাইং ক্লাব ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন। ওই এলাকার পুরোনো দুটি পাম্পিং স্টেশনের সংস্কার করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান গত পাঁচ বছরে আমূল বদলেছে

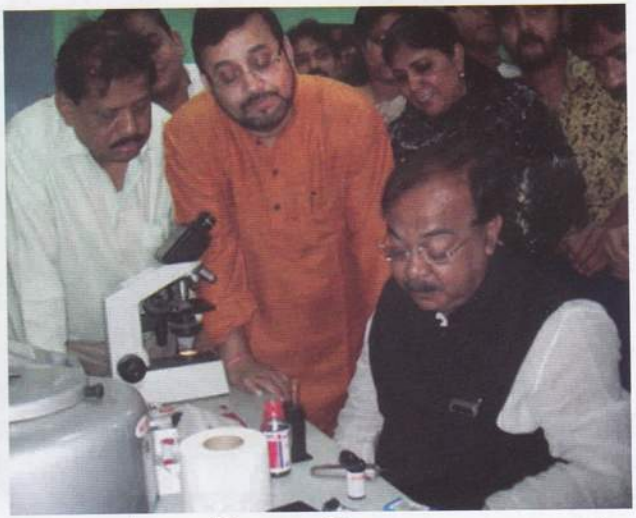

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের কাজ উন্নততর করার লক্ষ্যে কলকাতা পৌরসভা স্বাস্থ্য দপ্তরের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই পৌরসভা। বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভার আমলে যা হতো, এখন আর তা হয় না। শহরের মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সাফল্যের ইতিহাস তৈরি হয়েছে এই পৌরসভার আমলেই। ২০১০ সালে এই বোর্ড কার্যভার গ্রহণ করার আগে বর্ষাকাল ও তার পরবর্তী কিছু সময় যখন শহর জুড়ে বৃদ্ধি পেত ম্যালেরিয়ার দাপট, ঠিক তখনই রোগ মোকাবিলার জন্য রুটিনমাফিক কিছু কাজ করে নিজেদের দায় সারত বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভা। রোগ দমনের সেই মরশুমী কাজ বাতিল করে বছরের একেবারে গোড়া থেকেই মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের উদ্যোগ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড।

এই আমলে তৈরি পৌরসভার মশা গবেষণাকেন্দ্রটি পূর্ব ভারতের মশা গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত সরকার। সারা বছর শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে মশাকে আঁতুড়ে বিনাশ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে ২১টি র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম, যা সারা দেশে অভিনব। মশা দমনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ওয়ার্ড এবং বোরো-স্তরে একজন করে দক্ষ কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মশাকে উৎসে বিনাশ করার কাজ সহজভাবে সম্পন্ন করার জন্য মশার সম্ভাব্য ব্রিডিং সাইট-এর ঠিকানা সম্বলিত যে ওয়ার্ডভিত্তিক ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র এদেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিরল। দাঁড় টানা নৌকার সাহায্যে শহরের বিভিন্ন ক্যানেলে তেল স্প্রে করে মশা দমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই আমলে, যা সারা দেশে প্রথম।

অভিনবত্ব আনা হয়েছে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারেও। ডেঙ্গি মোকাবিলার ক্ষেত্রে শহরের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, পলিক্লিনিক, ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলির সাথে কলকাতা পৌরসংস্থা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সমন্বিত প্রয়াসে কলকাতায় ডেঙ্গি মোকাবিলায় পৌরসভা আজ অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

অতীতে যেখানে শুধুমাত্র পাস্তুর ল্যাবরেটরি ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে জলাতঙ্ক প্রতিরোধের ভ্যাকসিন দেওয়া হত বর্তমানে সেখানে কলকাতা কর্পোরেশনের ১৬টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই প্রতিষেধক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হন।

জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদানে দালালচক্র নির্মূল হয়েছে

আগে জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট পেতে গেলে কলকাতা পৌরসভার হেড অফিসে গিয়ে দালালদের খপ্পরে পড়তে হত। সেই দিন আর নেই। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা জন্মস্থানে ও শ্মশানে আধুনিক প্রযুক্তিতে জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

আজকাল বহু পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে বা ভিনপ্রদেশে থাকেন। মৃত স্বজনকে দেখার জন্য এরা ফোন করে দেহ রাখার কথা বলেন। কিন্তু শহরে মৃতদেহ রাখার চাহিদা যেমন বাড়ছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা ছিল না। আধুনিক শহর গড়তে গেলে সেই ভাবনাচিন্তাও দরকার। কলকাতা পৌরসভার উদ্যোগে তপসিয়াতে প্রথম আধুনিকতম শব সংরক্ষণাগার 'Peace World' নির্মিত হয়েছে।

পৌরসভার ৭টি কবরখানারই প্রয়োজন-ভিত্তিক সংস্কার করেছে এই বোর্ড। করা হয়েছে প্রতিটি শ্মশানের সংস্কারও। সংযোজিত হয়েছে একটি করে বৈদ্যুতিক চুল্লি। কেওড়াতলা শ্মশানে দূষণমুক্ত কাঠের চুল্লি তৈরি করা হয়েছে। নিমতলা শ্মশানঘাটে একটি বিল্ডিং করে ৮টি নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লি ও ২টি দূষণমুক্ত কাঠের চুল্লি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে এই শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২টি। শবযাত্রীদের জন্য একটি বাতানুকুল বিশ্রামকক্ষ তৈরি করা হয়েছে ওই বিল্ডিংয়ে। পাশাপাশি কবিগুরুর শেষকৃত্যের জায়গাটিও সাজানো হয়েছে নতুনভাবে। নিমতলায় বৈদ্যুতিক চুল্লির সংখ্যা এখন যতগুলি হয়েছে, ভারতের কোনও শ্মশানে ততগুলি নেই। নিমতলা মহাশ্মশানকে Model Crematorium বলা যায় নিঃসন্দেহে। কাশীপুর মহাশ্মশানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিসৌধস্থলের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের কাজও সম্পন্ন করেছে বর্তমান পৌরসভা। কাশীপুর মহাশ্মশানেও কাঠের চুল্লির উপর নেওয়া হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আগের ১৬টি ওয়ার্ডে হেল্‌থ ইউনিট সংস্কার করার পাশাপাশি ৪৬টি নতুন ওয়ার্ডে হেল্‌থ ইউনিট তৈরি করেছে এই বোর্ড।

গার্ডেনরিচ ও খিদিরপুর মাতৃসদনের সংস্কার এই বোর্ডের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের সহযোগিতায় খিদিরপুর মাতৃসদনে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করানোর সুব্যবস্থা চালু হয়েছে এই আমলেই। খোলা হয়েছে সদ্যোজাত শিশুদের জন্য Special Care Unit। এ ছাড়াও প্রতিটি মাতৃসদনে রোগীদের বিনামূল্যে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়েছে এই বোর্ডের আমলে। এককথায় পৌরসভার নিজস্ব মাতৃসদনের উন্নতির জন্য অতীতে যা করা হয়নি, তা সবই করেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই পুরবোর্ড।

বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার অসুস্থ ও মৃতপ্রায় পথ কুকুরদের জন্য ধাপায় নিজস্ব নির্বীজকরণ ও সুশ্রুষালয় তৈরি করা হয়েছে।

বহু যুগ ধরে উপেক্ষিত থাকা কসাইখানার অতি আধুনিকীকরণ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিকমানের এই কসাইখানা তৈরির ফলে প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ মাংস সরবরাহের পাশাপাশি বেআইনি পশু-জবাই বন্ধ করা যাবে।

কলকাতার উদ্যান ও পার্কগুলি নবরূপ পেয়েছে

এই প্রথম একজন বললেন সবুজ কলকাতার কথা, কলকাতা সৌন্দর্যায়নের কথা। তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে জল নিকাশি, জঞ্জাল, রাস্তা, আলো ছাড়াও কলকাতার উদ্যানগুলির সংস্কার গুরুত্ব পেল। নবরূপ পেল উদ্যানগুলি। কলকাতার Face-Lift করার ক্ষেত্রে পার্ক, স্কোয়ার, রোড-সাইড গার্ডেন, Median-Strip, River-Front গঙ্গাতীরের সৌন্দর্যায়ন, এইগুলি সব থেকে বড় অবদান।

বিগত পাঁচ বছরে কলকাতার এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে এবং সহযোগিতায়।

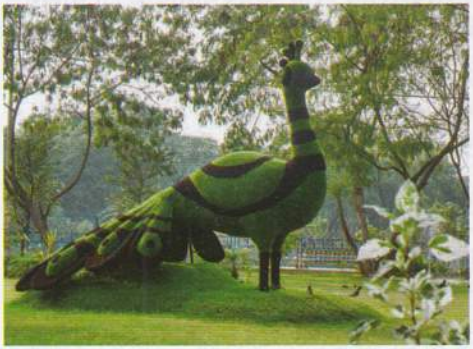

গঙ্গা আবহমান কাল থেকে বহমান। কিন্তু ২০১০-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গঙ্গাপারের সৌন্দর্যায়ন এবং দূষণরোধের কথা ভাবেন। তারই ফলশ্রুতিতে গঙ্গাতীরে পাঁচ কিলোমিটার সৌন্দর্যায়ন এবং প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে বার্জ, ক্রেন, পে-লোডার ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়। গাছের Trimming করার ক্ষেত্রে বোরো ভিত্তিক একটি করে Hydraulic Operated Ladder ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতায় প্রথম ইলিয়ট পার্কে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে, যা পার্ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করছে। সারা কলকাতায় ১৪৪টি ওয়ার্ডে বসানো হবে ৩ হাজার সিসিটিভি। আগামীদিনে আরও অনেক স্থানে এই ব্যবস্থা চালু করতে সচেষ্ট থাকব।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, কলকাতায় প্রথম সৌরচালিত বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে দেশপ্রিয় পার্কের বাতিস্তম্ভগুলিকে আলোকিত করা। এতে বিদ্যুতের খরচ কমবে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ হ্রাস পাবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার ফলস্বরূপ বিভিন্ন পার্কে খেলার মাঠগুলির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে এবং Goalz Project-এর মাধ্যমে ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলছে।

দেশবন্ধু পার্কে একটি আন্তর্জাতিক মানের Swimming Pool এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। মহানাগরিক শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এই বিভাগের কাজকর্ম কলকাতার মানুষকে এই শহর সম্বন্ধে আরও গর্বিত করেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সদিচ্ছাই কলকাতার এই সৌন্দর্যায়নের প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার।

ক্রীড়া বিভাগও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগিয়েছে

বিগত পাঁচ বছরে ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষে পরিচালিত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পৌরসভা।

২০১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে মেয়রস কাপ ওয়াটার পোলো চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। একই বছর টাউন হলে সারা বাংলা দাবা প্রতিযোগিতা দিব্যেন্দু বড়ুয়া চেজ একাদেমির সহযোগিতায় কলকাতা পৌরসংস্থা আয়োজন করে।

২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সাব-জুনিয়র হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা পৌরসংস্থা অনুদান প্রদান করে। আগের বছরের মতোই দিব্যেন্দু বড়ুয়া চেজ একাদেমির সঙ্গে যৌথভাবে টাউন হলে 'মেয়রস কাপ' সারা ভারত ফাইড রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে, কলেজ স্কোয়ার ও বেলেঘাটা সুভাষ সরোবর সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে কলকাতা পৌরসংস্থা ও কলকাতা জেলা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে সংঘটিত হয় 'মেয়রস কাপ' জলক্রীড়া ও সাঁতার প্রতিযোগিতা।

২০১২ বর্ষে মেয়র আমন্ত্রিত স্কুল লেভেল ফুটবল প্রতিযোগিতা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দ কাপ'-সহ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ফুটবলার সমৃদ্ধ মেয়র একাদশ বনাম ক্রীড়ামন্ত্রী একাদশ প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

একই বছরে বিএইচএ ও মোহনবাগান মাঠে আয়োজন করা হয় মেয়র আমন্ত্রিত অনুর্দ্ধ ১৬ স্কুল হকি প্রতিযোগিতা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত অনুদানে ফুটবল, ভলিবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প ইত্যাদি ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

মেয়রস কাপ জলক্রীড়া ও সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব, আজাদ হিন্দ বাগ (হেদুয়া) ও বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরে কলকাতা জেলা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায়।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দ শুরুই হয় সিএবি-র সহযোগিতায় অনুর্দ্ধ ১৫ আন্তঃ স্কুল বালক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

এ বছরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে পুষ্ট হয়ে ক্যারাম খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২০১৫-তেও অনুর্দ্ধ ১৫ আন্তঃ স্কুল বালক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় সিএবি-র সহযোগিতায়।

এ বছরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ডিউজ সেট, ব্যাডমিন্টন খেলার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

'কলকাতা গোলজ'— কলকাতা পৌরসংস্থা, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে গত জুলাই ২০১১ থেকে লাগাতার কলকাতার পথশিশুদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষে ফুটবল প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা করে। কলকাতা পৌরসংস্থা এ ব্যাপারে পরিকাঠামোগত সাহায্য করে থাকে।

সম্পত্তিকর মূল্যায়ন
কর-নির্ধারণ ও আদায়ে গত ৫ বছরে ঐতিহাসিক সাফল্য

● বিগত বামফ্রন্ট শাসিত পৌরসভার আয়ের অন্যতম মূল উৎস যে ক্ষেত্রে ছিল শুধুমাত্র পৌরসভার জমি বিক্রি, সে ক্ষেত্রে বর্তমান পৌরসভা কলকাতা পুরবাসীদের অযথা করবৃদ্ধি না করে, দরিদ্র বস্তিবাসীর করের বোঝা কমিয়ে এবং যারা দিনের পর দিন কলকাতা পৌরসভাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কর ফাঁকি দিয়ে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পেরেছে। বিগত পৌরবোর্ডের আমলে **২০০৫-০৬ আর্থিক বছর থেকে ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে মোট সম্পত্তিকর আদায় হয়েছিল ১৬০৫.৬৭ কোটি টাকা। সেখানে এই বোর্ডের আমলে ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে আদায় হয়েছে মোট ৩২৯১.৭৪ কোটি**, ওয়েভার স্কিমে আদায় ৩৪০ কোটি সমেত।

● কলকাতা শহরের যে সমস্ত পুরবাসীর আয়ের একমাত্র সম্বল ছিল বাড়িভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং যাদের আয়ের বেশির ভাগ অংশ চলে যেত পুরকর গুনতে, তাদের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে করভার লাঘব করেছে বর্তমান পুরবোর্ড।

● গত ৫ বছরে কলকাতা পৌরসংস্থা দরিদ্র বস্তিবাসী, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের করের বোঝা কমানোর লক্ষে বিভিন্ন কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বকৃত উচ্চ মাত্রার বার্ষিক মূল্যায়ন বহুলাংশে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয়ে গেছে।

● পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা পৌরসংস্থার যৌথ উদ্যোগে ঠিকা প্রজা এবং ভাড়াটিয়াদের নিশ্চিত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ঠিকা প্রজা এবং ভাড়াটিয়াদের এই সর্বপ্রথম শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিকা প্রজার নামে শংসাপত্র থাকলে পৌরসংস্থায় তার নামে মিউটেশন করা যেমন হবে সহজসাধ্য তেমনি পুরবিধি মেনে ঠিকা বাড়ি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ বা পাকা বাড়িতে রূপান্তরের জন্য অনুমতি পাওয়াটাও সহজ হবে।

● সমাজের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ ও অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ যারা স্বভাবগত ভাবে কর খেলাপি না হয়েও আর্থিক এবং অন্যান্য যথার্থ সঙ্গত কারণে দীর্ঘদিন কর দানে অপারগ হওয়ায় সুদ এর বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন তাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে অনধিক ৫০ শতাংশ অবধি সুদ মকুবের ক্ষমতা মেয়র পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

● করদাতাদের সহজে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যেমন বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়েছে তেমনি তাঁরা যাতে ঘরে বসেই বিভিন্ন পরিষেবা পেতে পারেন তার একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ঘরে বসেই কলকাতা পৌরসভার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তেমনি বাড়িতে বসেই বিভিন্ন পুর পরিষেবাও পেতে পারেন। দ্রুত মিউটেশন করার জন্য গত ৫ বছরে বিভিন্ন সময়ে যেমন কিছু মিউটেশন ক্যাম্প করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার পাশাপাশি অনেক ইউনিট অফিসও ওয়ান ভিজিট মিউটেশন কাউন্টারও খোলা হয়েছে।

● নগরের সৌন্দর্যায়নকে উৎসাহিত করতে কলকাতার কেবলমাত্র আবাসগৃহরূপে ব্যবহৃত বাড়িগুলির বাইরের দেওয়াল নীল সাদা রং করলে এক বছরের জন্য এককালীন কর (পি ডি বিল) ছাড়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

পৌরসভার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়ুয়া বাড়ছে
কয়েকটি স্কুলকে উচ্চতর প্রাথমিকে উন্নীত করা হয়েছে

● **মধ্যাহ্নকালীন আহার**- কলিকাতা পৌরসংস্থার অধীন বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেটা পূর্বে কখনো ভাবা হয়নি। এই পরিষেবা যাতে যথাযথ ভাবে ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য দুটি গুচ্ছ পাকশালা নির্মাণ করা হয়েছে।

১. ১৫ নং বোরোর অন্তর্গত লালার মাঠে গুচ্ছ পাকশালা

২. ১ নং বোরোর অন্তর্গত ৭৮, বাগবাজার স্ট্রিটে গুচ্ছ পাকশালা নির্মাণ।

এই দুটি পাকশালা নির্মাণের ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্ত ১৪১টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৬১টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ পুষ্টিকর আহার পরিষেবা দেওয়া সহজ হয়েছে।

● এই পুরবোর্ডের আমলে নতুন তিনটি বিদ্যালয়ভবন তৈরি করা হয়েছে।

১. ১০৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত আদর্শ নগর

২. ৯৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১, এম এন সেন লেন

৩. ৭৪ নং আলিপুর রোডে

● এ ছাড়াও বিগত পাঁচ বছর পৌর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম, জুতো-মোজা প্রদান করা হয়েছে।

● ১০০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সহযোগে শিক্ষাদান পদ্ধতির সূচনা করা হয়েছে এবং ইংরাজিমাধ্যম বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়েছে।

● ছয়টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। ১১টি মন্টেসরি ও ১০টি ইংরাজিমাধ্যম বিদ্যালয় খোলা সহ ৩৪৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ODL মোডে ২ বছরের D. El.d Ed কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, SSA-এর সহায়তায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের British Council-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

সকল কন্যা শিশুদের বিদ্যালয়মুখী হতে উৎসাহিত করতে, কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করতে এবং বাল্য বিবাহকে নিরুৎসাহিত করতে চালু হয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের এই প্রকল্প রাজ্যের অন্যত্রর মতই কলকাতাতেও বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্প কেবলমাত্র ভারতবর্ষে পথিকৃৎ নয় বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

কলকাতা শহর আজ আলোকজ্জ্বল

বর্তমান কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও অঞ্চলই আলোহীন অবস্থায় নেই। ১ থেকে ১৪১ নং ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি রাস্তাই সুদৃশ্য আলোয় আলোকিত। নতুন সংযোজিত ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, জোকা অঞ্চলের এই তিনটি ওয়ার্ডে প্রায় ৭০ শতাংশ স্থানে আলো পৌঁছে দেওয়া গেছে। পার্কে, মাঠে, কলকাতার খালগুলিকে ঘিরে সুদৃশ্য ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসিয়ে কলকাতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির সংযোগস্থলে পর্যাপ্ত আলোর জন্য ৪০টি সুউচ্চ বাতিস্তম্ভ বসানো হয়েছে। বিভিন্ন যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশপ্রিয় পার্কে সৌর বাতির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ খরচ কমবে এবং বায়ুতে কার্বনের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

কলকাতায় প্রায় ৪৫০০ কিলোমিটার রাস্তা আছে সেই রাস্তা এখন শহরবাসীর অন্যতম গর্বের বিষয়

একটা সুন্দর সভ্য নগরের নাগরিকদের অন্যতম চাহিদা হল মসৃণ রাস্তা। ২০১০ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর কলকাতার মানুষকে মসৃণ রাস্তা দেওয়া হয়েছিল। আমরা খুশি মানুষকে দেওয়ার কথা রাখতে পেরেছি।

খানাখন্দ ভরা রাস্তা, উঁচু নীচু রাস্তা, দিনের পর দিন রাস্তায় গর্ত হয়ে পড়ে থাকা, এ সব দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন এই শহরের মানুষ। কলকাতা শহরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৪,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা আছে। বিগত ৫ বছরে শহরের প্রায় সমস্ত রাস্তা অনেকটা ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট এবং বাকিটা কালো পিচে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। বেড়েছে যানবাহনের গতি, কমেছে দুর্ঘটনা। কলকাতায় নতুন করে রাস্তা করার সুযোগ খুব কম। তা সত্ত্বেও দুটি পাইলট প্রোজেক্ট, উল্টোডাঙ্গা আণ্ডারপাস এবং কলকাতার রোডের নির্মাণ হয় এই বোর্ডের আমলে অনেক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত তিনটি রাস্তা যা কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত সড়ক, পূর্ব কলকাতার পি সি কানেকটর, রুবি কানেকটর এবং আনোয়ার শাহ কানেকটর তিনটির অবস্থা ছিল শোচনীয়। কে এম ডি এ-এর কাছ থেকে হস্তান্তরের মাধ্যমে পৌরসভার সড়ক বিভাগ তিনটি রাস্তায় ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট করার কাজ শুরু করেছে। রাস্তা এখন মসৃণ। শহরের নাগরিকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন জায়গায় ফুটপাত কেটে রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। যেমন ক্যামাক স্ট্রিট, সুরাবর্দী লেন, পার্ক সার্কাস ইত্যাদি। সংযুক্ত অঞ্চল এবং জোকাতে সড়ক বিভাগের বিশেষ উদ্যোগে নির্মিত রাস্তাগুলি এখন কলকাতার রাস্তাগুলির সঙ্গে তুলনীয়। প্রধানত উত্তর কলকাতায় এই প্রথম রিটজেন মিলিং মেসিনের সাহায্যে তৈরি রাস্তা এখন কলকাতার প্রতিটি নাগরিকদের পথ চলার সঙ্গী। কলকাতার সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কলকাতার রাস্তা এখন শহরবাসীর অন্যতম গর্বের বিষয়। মাটির রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা এখন অতীত। সুন্দর রাস্তা ও মসৃণ রাস্তা নাগরিকদের পথ চলার পথকে মসৃণ করেছে।

কলকাতার প্রধান বড় রাস্তাগুলির ডিভাইডারে নয়নসুখকর ছোট ছোট গাছ লাগিয়ে শহরকে সবুজ করার সুন্দর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিল্ডিং প্ল্যানের স্যাংশন ফি বাড়েনি প্ল্যান জমা দিলে পৌরসভার মতামত দ্রুত বলে দেওয়া হচ্ছে

নাগরিকদের স্বার্থে বিল্ডিং প্ল্যানের স্যাংশন ফি বর্ধিত করা হয়নি।

বর্তমানে বিল্ডিং প্ল্যানের অবস্থান পৌরসভার পোর্টালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এরই সাথে পাওয়া যাচ্ছে পোর্টালে স্যাংশন ফি ক্যালকুলেটর, যার সুবাদে নাগরিকরা প্রকল্পের আনুমানিক স্যাংশন ফি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।

কলকাতা পৌরসভা অতিরিক্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা প্রদান করেছে। দ্বিতল বাড়ির ক্ষেত্রে নির্মিত বাড়ির শতকরা ২৫ ভাগ এবং ত্রিতল বাড়ির ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ অতিরিক্ত নির্মাণ করা যাবে। মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

কমপ্লিশন প্ল্যান স্যাংশন কম্পিউটারাইজড হয়েছে যা কেএমসি-এর পোর্টালে দেখা যাবে। পুরাতন জরাজীর্ণ এবং ভাড়াটে-সহ বাড়ির পুনর্নির্মাণে অতিরিক্ত এরিয়ার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। ফলে ভাড়াটে এবং বাড়ির মালিক উপকৃত হচ্ছেন।

কলকাতা এখন ওয়াই ফাই সিটি

পূর্বে একদিন এই কলকাতাতে সিপিএম আধুনিক প্রযুক্তি প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেছিল কম্পিউটারাইজেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে। ফলে কলকাতা সহ রাজ্য তথ্য-প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই প্রযুক্তি ব্যবহারে বর্তমান পৌরবোর্ড ও রাজ্য সরকার অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। কলকাতা আজ তাই ভারতবর্ষে প্রথম ওয়াই-ফাই সিটি হিসাবে পরিচিত।

সৌন্দর্যায়নের জন্য গঙ্গার পাড় ধরে যতই এগোবেন, ততই মনটা ভালো হয়ে যাবে

গত পাঁচ বছরের কর্মকাণ্ডে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে গঙ্গা তীরের ১৫টি ঘাটের সৌন্দর্যায়ন এবং উন্নয়ন। এ জন্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে (১) আহিরিটোলা ঘাট (২) প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট (৩) আদ্য শ্রাদ্ধ ঘাট (৪) রামচন্দ্র গোয়েঙ্কা ঘাট (৫) ছোটেলাল কি ঘাট (৬) মতিলাল শীল ঘাট (৭) গণপত রাই ঘাট (৮) মল্লিক ঘাট (৯) হরগোবিন্দ শ্রাদ্ধ ঘাট (১০) দই ঘাট (১১) বাবু ঘাট (১২) পানি ঘাট ১ এবং ২ (১৩) বাজে কদমতলা ঘাট (১৪) জাজেস ঘাট এবং (১৫) প্রিন্সেপ ঘাট ১ এবং ২।

এছাড়া প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বাবু ঘাট পর্যন্ত ২.১ কিমি লম্বা রাস্তা সৌন্দর্যায়ন এবং উন্নয়ন করে নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। KMDA মিলেনিয়াম পার্কের আয়তন ফেয়ারলি জেটি থেকে আর্মেনিয়াম ঘাট পর্যন্ত পাঁচশো মিটার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বস্তির চেহারা পাল্টেছে, নগরবাসীর সুবিধার্থে ১৬টি কমিউনিটি হল গড়েছে কলকাতা পৌরসভা

এই পৌরবোর্ড বস্তি এলাকার উন্নয়নে ও বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে, সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে এবং কলকাতা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দুষণমুক্ত রাখতে সাধারণ শৌচাগার ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ১৬০টি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বস্তিবাসী জনসাধারণের **বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে ১৬টি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে।**

এবং WBUES প্রকল্পের ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে পৌর এলাকার সাধারণ যুবশক্তিকে ব্যবহার করে কিছু সম্পত্তি তৈরি করা এবং বর্তমান সম্পত্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছে এই পৌরবোর্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের সমস্যাকে মুক্ত করার প্রয়াস সফল হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে সকল উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন করা হয়েছে সেগুলি হল—

১. জল সরবরাহের জন্য ৪,৬৯,৩৯২.০০ মিটার দীর্ঘ পাইপলাইন বসানো হয়।

২. ৩,২২,৭৮৪.০০ মিটার দীর্ঘ নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন করা হয়।

৩. ১৭,১৯,৮০৯.০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা ও সড়ক পথের উন্নয়ন করা হয়।

৪. ২৫,১৫৮টি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়।

৫. ১১,৪১০টি আলোকস্তম্ভ স্থাপন করা হয়।

৬. ৪,০৮,১৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ বৈদ্যুতিক কেবল লাগানো হয়। এছাড়াও এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন পূজা, জনসেবামূলক কর্মসূচি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পরিচালিত অনুষ্ঠান, যেখানে বিপুল জনসমাগম হয়, সেই সমস্ত জায়গায় মোবাইল টয়লেট বসানো হয়।

পৌরসভা জলাভূমি সংরক্ষণ ও সংস্কারে অনন্য নজির গড়েছে

এই পৌরবোর্ড নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে।

১. শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নাটক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়।
২. সুসজ্জিত ট্যাবলো সহকারে শহরের বিভিন্ন সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পথ পরিক্রমা।
৩. লিফলেটের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে পরিবেশ রক্ষার আবেদন ও সতর্কতা জারি করা।

আগামী দিনের পরিকল্পনা

১. শহরের কয়েকটি প্রধান বাজারের সামনে পথসভার মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জনের আবেদন।
২. সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার সম্বলিত পুস্তিকা ও পোস্টার প্রকাশ।
৩. কলকাতা শহরে ছোট-বড় মিলিয়ে জলাশয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৫০০টি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই সমস্ত জলাশয়গুলির সংরক্ষণ সৌন্দর্যায়ন করে এইগুলিকে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলা হবে। এর ফলে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে আবার বেকার যুবক-যুবতীদের উপার্জনের সুব্যবস্থা হবে এবং মহানগরী আরও রূপে গুণে সুন্দরতর হয়ে উঠবে।

কলকাতার সামগ্রিক সৌন্দর্যায়ন

পিএমইউ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কলকাতার জলাভূমির সংরক্ষণ সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন বাজারগুলিতে পৌরসভার উদ্যোগে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু হয়েছে।

কলকাতার ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সংস্কার

১. ভগিনী নিবেদিতার বাগবাজার বসতবাড়িটি কলকাতা পৌরসভা অধিগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেছে অধিকতর যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির পাশের বাড়িটিও একই উদ্দেশ্যে পৌরসভা অধিগ্রহণ করেছে।

নাট্যমঞ্চ সংস্কার

১. কলকাতা পৌরসভা মোহিত মৈত্র মঞ্চ, স্টার থিয়েটার সংস্কার করেছে। শরৎ সদন আমূল সংস্কার ও আধুনিকীকরণ হয়েছে।

২. উত্তম মঞ্চ সংস্কার করে পৌরসভা অধিগ্রহণ করেছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ যা করবে

১) বিশেষত বরো ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি ও নির্মাণের কাজ হবে।

২) বরো ১১ থেকে ১৫-এর অবশিষ্ট অংশে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ করা হবে।

৩) নতুন সংযুক্ত ওয়ার্ড ১৪২, ১৪৩ এবং ১৪৪-এর কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা করা হবে।

৪) শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার আরও উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

৫) নাগরিকদের সুবিধার জন্য খুব দ্রুত ফুটপাথের মেরামতি ও উন্নতিকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬) যেখানে পয়ঃপ্রণালীর সুবিধা নেই সেখানে পয়ঃপ্রণালীর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

৭) আরও উন্নত রাস্তা/ফুটপাথের কাজ করা হবে।

৮) হুগলি নদীর তীরবর্তী অংশের অবশিষ্ট ঘাটগুলির উন্নয়নের কাজ করা হবে।

৯) গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে পথচারীদের জন্য ফুট ওভারব্রিজ করা হবে।

১০) কাশী মিত্র, কাশীপুর ও বিরজুনালা শ্মশানের সম্প্রসারণ করা হবে।

১১) গঙ্গাতীরবর্তী বাবুঘাটে নাগরিকদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য ৩০০ ফুট দীর্ঘ Single Span Steel Bridge নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নাগরিকেরা প্রিন্সেপ ঘাট থেকে আর্মিনিয়ান ঘাট পর্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে পারবেন।

১২) হুগলি তীরবর্তী অংশের উন্নয়ন আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

১৩) খিদিরপুর মাতৃসদনটি আরও সম্প্রসারিত হবে।

১৪) চ্যাপলিন স্কোয়ারে একটি অ্যানেক্স অফিস বিল্ডিং তৈরি করা হবে।

১৫) জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আরও ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে।

১৬) ৪০০, রবীন্দ্র সরণিতে একটি আধুনিক কসাইখানা (ছাগলের জন্য) তৈরি করা হবে।

১৭) যে ওয়ার্ডে কমিউনিটি হল নেই তার প্রতিটিতে একটি করে কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে।

১৮) সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তায় পথপার্শ্বের রেলিংগুলিকে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করা হবে।

১৯) রাস্তার উচ্চতা যেখানে সংলগ্ন বাড়িগুলির থেকে বেশি, বিশেষত উত্তর কলকাতায়, তা কমাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০) দ্রুত পুর-পরিষেবা দেবার জন্য বরোর কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

২১) হিন্দু ও মুসলিম কবরস্থানের আরও উন্নয়ন করা হবে।

২২) আরও নৈশ আবাস তৈরি করা হবে।

২৩) পৌর-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

২৪) শহরের সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নে আরও পথপার্শ্বস্থ উদ্যান তৈরি করা হবে।

২৫) প্রধান প্রধান রাস্তায় গাড়ি চলাচলের গতি বৃদ্ধির জন্য গাছপালাসহ আরও পথবিভাজিকা তৈরি করা হবে।

২৬) সমস্ত রাস্তার সংযোগস্থল ও আইল্যাণ্ড-এর আরও উন্নতিকরণ ও সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

স্বাস্থ্য বিভাগ যা করবে

১) বর্তমানে ৫টি বরোতে ৫টি ডেঙ্গি নির্ণয় কেন্দ্র আছে। বাকি ১০টি বরোর প্রত্যেকটিতে একটি করে ডেঙ্গি নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপিত হবে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অনুমোদনে। ফলে প্রত্যেকটি বরোতে একটি করে ডেঙ্গি নির্ণয় কেন্দ্র থাকবে।

২) National Urban Health Mission-এর অধীনে ৩টি ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়েছে। সর্বমোট ৯০টি ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্প্রসারিত হবে। অর্থাৎ আরও ৮৭টি ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্প্রসারিত হবে।

৩) কাশীপুর, নিমতলা, কেওড়াতলা— এই ৩টি শ্মশানে অভিনব ও অভূতপূর্ব কাঠের চুল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে বাকি ৪টি শ্মশানেও কাঠের চুল্লির জন্য অনুরূপ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, সব কটি শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লিগুলি ইতিমধ্যেই দূষণ নিয়ন্ত্রিত।

৪) ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যায়ে প্রথমে বরোভিত্তিক, পরে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও আধুনিক ও সংহত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। এই ল্যাবরেটরি থেকে Stool, Urine পরীক্ষা– Serum, Cholesterol, Blood Urea, Serum Creatinine, Serum bilirubin, Serum uric acid, SGPT ইত্যাদির পরিমাপ করা হবে।

৫) বিশেষত বেশি অসুস্থ, দুঃস্থ রোগীদের পরিষেবা door step-এ পৌঁছে দেওয়ার জন্য Mobile Clinic-এর ব্যবস্থা করা হবে।

৬) নিমতলা শ্মশানঘাটের মতো অন্যান্য শ্মশানঘাট ও কবরখানায় শবযাত্রীদের জন্য আধুনিক প্রতীক্ষালয় করা হবে।

৭) National Urban Health Mission-এর অধীনে Urban Community Health Centre নামে ২টি ১০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মিত হবে।

৮) মশা সংরক্ষণ, মশা শনাক্তকরণ এবং অন্যান্য বিষয়ে মশা গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করতে মশা গবেষণাগারের প্রয়োজনভিত্তিক আধুনিকীকরণ।

৯) প্রতিটি ওয়ার্ডে মশার লার্ভা ধ্বংসে ব্যবহারের জন্য গাপ্পি মাছ চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা হবে।

১০) শহরের বিভিন্ন খালে বর্তমানে ২০টি দাঁড়টানা নৌকার সাহায্যে কিউলেক্স মশার লার্ভা মারার কাজ চলছে। এই কাজে আরও ৮টি দাঁড়টানা নৌকা ব্যবহার করা হবে।

জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের আগামী কর্মসূচি

- আমাদের প্রিয় শহর কলকাতাকে জঞ্জালমুক্ত করতে আরও বেশি কমপ্যাক্টর স্টেশন তৈরি হবে।
- জঞ্জাল অপসারণের জন্য ব্যাটারিচালিত হাইড্রোলিক মেশিন যা প্রথম ৮৫নং ওয়ার্ডে চালু হয়। তা অন্যান্য ওয়ার্ডে চালু করা হবে।
- আমরা বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পুরোনো মেশিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই জঞ্জাল অপসারণের প্রারম্ভিক ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করব।
- আমরা বর্জ্য পদার্থ Recycling-এর উপর জোর দেব।

আমাদের আগামী কর্মসূচি

ক) শহরের রাস্তা ও বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ধারাবাহিক পর্যায়ে CCTV লাগানো। নাগরিক সুরক্ষার জন্যে এই কাজটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খ) শহরের বিভিন্ন স্থানে আধুনিকতম কল সেন্টার স্থাপন, এখান থেকে করদাতারা তাঁদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে পারবেন। আবার এখান থেকেই পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও জেনে নিতে পারবেন করদাতারা।

গ) মহানগরীর পুরাতন ভ্যাট ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়ে আধুনিক কমপ্যাক্টর প্রয়োগ। কলকাতাকে সম্পূর্ণ জঞ্জালমুক্ত করতে এ ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হবে।

ঘ) শহরে আরও দূষণমুক্ত এলাকার বিস্তৃতি ঘটাতে সবুজায়ন-এর জোরদার কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া।

ঙ) মোবাইল ফোন প্রযুক্তিতে KMC Apps-এর প্রয়োগ ঘটিয়ে পুর পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর করে তোলা।

চ) কলকাতার ৩০০টি পার্কে সৌর বিদ্যুতের প্রয়োগ করে আলোকময় করে তোলা।

ছ) যান চলাচলে আরও গতিময়তা আনতে দেশপ্রিয় পার্ক, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন, সাউথ সিটির মত ব্যস্ততম এলাকাগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির এসক্যালেটর যুক্ত Foot Over Bridge নির্মাণ।

আগামী পাঁচ বছরে কলকাতার বস্তিবাসীদের জন্য পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রাপ্ত বস্তিগুলিতে বিভিন্ন সরকারি সামাজিক প্রকল্পের আওতায় এনে স্বনিযুক্তি বা তদনুরূপ প্রকল্পে ট্রেনিং দেওয়া যায় তাহলে আর্থিক ভাবে অনেকটাই স্বনির্ভর হতে পারবে। এ ছাড়াও যদি ধারাবাহিক ভাবে বস্তিবাসীদের সচেতনতার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম নেওয়া যায়, তাহলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেকখানি উন্নতি করা যাবে।

ভৌগোলিক পরিবেশের সুবিধার জন্য ওয়ার্ড-৫৮ অন্তর্গত হাটগাছিয়া-১ বস্তিকে 'মডেল বস্তি' রূপে যে কাজ শুরু হয়েছে আগামী দিনে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত এই রকম ভৌগোলিক সুবিধা থাকলে সেই সমস্ত বস্তিগুলিকে এই রকম মডেল বস্তিরূপে উন্নতি করার প্রয়াস নেব।

কলকাতা পৌর সংস্থার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন বস্তিতে ফায়ার হ্যাজার্ড এর যে বিশাল সার্ভে করা হয়েছে এবং তদ্‌পরবর্তীকালে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বস্তির মধ্যে যে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারগুলি নতুন ভাবে প্রতিস্থাপনের যে কর্মকাণ্ডের প্রয়াস শুরু হয়েছে তা আগামীদিনেও চালু রাখার জন্য আমরা দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

কলকাতার ভৌগোলিক কারণবশত বিভিন্ন প্রকারের বস্তি আছে বা গড়ে উঠেছে। সেখানে প্রযুক্তিগত কারণে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে আমরা বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করব।

বস্তি বিভাগ এখনকার মতোই ভবিষ্যতে কলকাতাবাসীদের চাহিদামত এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশমত বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘুদের জন্য পে অ্যাণ্ড ইউজ টয়লেট, কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করবে।

কলকাতার কোন ওয়ার্ডে কোথায় জঞ্জাল বা জল জমে রয়েছে তা কলকাতা পৌরসভার হেড অফিসে বসে দেখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
উত্তরে সিঁথি থেকে দক্ষিণে জোকা, পূর্বে বাইপাস থেকে পশ্চিমে গঙ্গার পাড় পর্যন্ত ১৪৪টি ওয়ার্ডে বসানো হবে ৩,০০০ সিসি টিভি।
এর ফলে লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে বসে কলকাতা পুলিশ জানতে পারবে কোথায় যানজট রয়েছে, কোথায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন আছে।

প্রতিশ্রুতি আর পরিকল্পনার তত্ত্বকথা নয়

প্রতিশ্রুতি আর পরিকল্পনার তত্ত্বকথা নয়— বাস্তবসম্মত ও মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান আর এষণাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক নগর উন্নয়ন এবং পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে আপনারা আমাদের শক্তি দিন। আমাদের আবেদন, মহানগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে জয়ী করুন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমাদের প্রিয় কলকাতা নগরী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর হোক। শুধু গৌরব ইতিহাস নয়— নগরীকে সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে প্রকৃতি আর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে উপযুক্ত পরিকাঠামো আর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক পরিষেবা আর স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে প্রকৃত পরিবর্তনের লক্ষে আমরা কাজ করতে চাই।

পুরসভার মাধ্যমে নাগরিক জীবনের উন্নতিসাধন, সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিশ্রুত পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের অঙ্গীকার, সবুজকে বাঁচিয়ে কলকাতার প্রকৃত সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে কলকাতাকে 'ক্লিন ও গ্রীন' সিটিতে পরিণত করা।

তাই, আমরা চাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সুচারু মেলবন্ধন।

চাই, আধুনিক কলকাতার পাশাপাশি পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে। কলকাতার কৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষে তাই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে চাই।

সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের আবেদন, আসন্ন পুরসভার নির্বাচন ১৮ই এপ্রিল ২০১৫ শনিবার, আপনি নিজের ভোটার কার্ড সঙ্গে নিয়ে সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দিন। মনে রাখবেন, ভোটদানের সময় সকাল ৭টা থেকে শুরু।

নাগরিকবৃন্দের কাছে আমাদের অনুরোধ কলকাতা পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে কংগ্রেস-সিপিএম ও সাম্প্রদায়িক বিজেপি-কে পরাজিত করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন।

কলকাতাকে নবরূপে গড়ার যে স্বপ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের— তার পাশে থাকুন— তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ঘাসের ওপর জোড়াফুল প্রতীকে আপনার প্রিয় ভোটটি দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ ও দোয়া দেবার প্রার্থনা করি।

কলকাতা, ৩০ মার্চ ২০১৫

বিনীত

শোভন চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি, কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৩৬, জি তপসিয়া রোড, কলকাতা- ১০০ থেকে প্রকাশিত ও জ্যোতি গ্রাফিক্স, ৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

e-KOLKATA
CITIZEN SERVICE CENTRE
নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র